কোম্পানীর নাম

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)

DOMESTIC

গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী

(গৃহস্থালী গ্রাহকের জন্য প্রযোজ্য)

মাস ও বৎসর

কোম্পানীর ঠিকানা

Engr. Muhammad Refat Noushad Bhuiya
Deputy Manager (Zone-4)
Sales South Dept
Karnaphuli Gas Distribution Company Limited
Chittagong

ঃ সূচীপত্র ঃ

অনুচ্ছেদ নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১.০	ভূমিকা	০১
১.১	উদ্দেশ্য	০১
১.২	ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের সংজ্ঞা।	০২
২.০	গ্রাহকের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য	০৩
৩.০	গ্যাস সংযোগ, বিভিন্ন প্রকার ফি/চার্জ,নিরাপত্তা জামানত	০৩
৩.১	বাধ্যতামূলক মিটার গ্রহণ	০৩
৩.২	গ্যাস সংযোগ প্রক্রিয়া	০৪
৩.৩	সংযোগ ফি	০৫
৩.৪	গ্রাহকের চালনা ধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক (ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর) নির্ধারণ	০৫
৩.৫	সরঞ্জাম ভিত্তিক লোড ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক (ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর)	০৬
৩.৬	নিরাপত্তা জামানত নির্ধারণ ও জমাদানের পন্থা	০৬
৩.৭	কমিশনিং ফি	০৬
৪.০	মিটার রিডিং গ্রহণ, বিল প্রস্তুতকরণ ও প্রেরণ	০৭
৪.১	মিটার রিডিং গ্রহণ	০৭
৪.২	বিল প্রস্তুতকরণ	০৭
৪.৩	গ্রাহক বরাবরে বিল প্রেরণ	০৭
৪.৪	আরএমএস/সিএমএস ভাড়া	০৭
৪.৫	রাজস্ব আদায়	০৭
৪.৫.১	মিটারযুক্ত ও ফ্ল্যাট রেইট গ্রাহক	০৭
৪.৫.২	প্রি-পেইড মিটারযুক্ত গ্রাহক	০৮
৪.৬	বিল পরিশোধের সময়সীমা	০৮
৪.৭	মাসিক ন্যূনতম দেয় বিল	০৮
৪.৭.১	মিটারবিহীন গৃহস্থালী	০৮
৪.৭.২	মিটারযুক্ত গৃহস্থালী	০৮
৪.৮	বকেয়া গ্যাস বিলের ওপর সারচার্জের হার	০৮
৪.৮.১	মিটারবিহীন গৃহস্থালী	০৮
৪.৮.২	মিটারযুক্ত গৃহস্থালী	০৮
৫.০	পরিদর্শন	০৯
৫.১	মিটারবিহীন গৃহস্থালী	০৯
৫.২	মিটারযুক্ত গৃহস্থালী	০৯
৬.০	অতিরিক্ত বিল, জরিমানা এবং আরএমএস এর সরঞ্জাম ক্ষতিগ্রস্থ/চুরির জন্য মূল্য আদায়	০৯
৬.১	অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত লোড ব্যবহারের ক্ষেত্রে জরিমানা নির্ধারণ	০৯
৬.২	গ্যাস কারচুপিমূলক/অননুমোদিত গ্যাস স্থাপনার জন্য অতিরিক্ত বিল ও জরিমানা ধার্য	০৯
৬.২.১	মিটারবিহীন গৃহস্থালী	০৯

অনুচ্ছেদ নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
৬.২.২	মিটারযুক্ত গৃহস্থালী	০৭
৬.৩	আরএমএস এর সরঞ্জাম ক্ষতিগ্রস্থ/চুরির জন্য মূল্য আদায়	১১
৬.৪	ঠিকাদার সম্পৃক্ততা	১১
৭.০	সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও এতদবিষয়ক ফি	১১
৭.১	অস্থায়ীভাবে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ	১১
৭.১.১	মিটারবিহীন গৃহস্থালী	১১
৭.১.২	মিটারযুক্ত গৃহস্থালী	১১
৭.২	স্থায়ীভাবে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ	১২
৭.২.১	মিটারবিহীন গৃহস্থালী	১২
৭.২.২	মিটারযুক্ত গৃহস্থালী	১২
৭.৩	সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ফি	১৩
৭.৪	পুনঃসংযোগ ফি	১৩
৮.০	বিবিধ	১৩
৮.১	রাইজার/আরএমএস স্থানান্তর ফি	১৩
৮.২	মালিকানা/নাম পরিবর্তন ফি	১৩
৮.৩	লোড হ্রাস/বৃদ্ধি/পুনর্বিন্যাস ফি	১৩
৮.৩.১	মিটারবিহীন গৃহস্থালী	১৩
৮.৩.২	মিটারযুক্ত গৃহস্থালী	১৩
৮.৪	মিটারের সঠিকতা পরীক্ষণ	১৪
৮.৫	প্রাকৃতিক কারণে মিটার ধীর/দ্রুত গতির জন্য বিল সংশোধন	১৪
৯.০	বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ	১৪
১০.০	আরবিট্রেশন	১৪
	পরিশিষ্ট ক - গ্রাহক সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকার ফরমের নমুনা	
	পরিশিষ্ট খ - গ্যাস বিক্রয় চুক্তিপত্রের নমুনা	

ভূমিকা ঃ

প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের প্রধান প্রাথমিক জ্বালানী শক্তি। ষাটের দশকের শুরুতে এদেশে সর্বপ্রথম গ্যাস ব্যবহার শুরু হয়। বর্তমান সময় পর্যন্ত দেশের দক্ষিণ ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করা সম্ভব হইয়াছে এবং অবশিষ্ট এলাকায় গ্যাস পাইপলাইন সম্প্রসারণের কাজ চলিতেছে। বর্তমানে চারটি বিতরণ কোম্পানী সারাদেশে প্রায় ১৩ লক্ষ গ্রাহকের নিকট নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রতিদিন প্রায় ১,৩০০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস বিতরণ করিতেছে। প্রাকৃতিক গ্যাস দ্বারা বৎসরে দেশে উৎপাদিত বিদ্যুতের প্রায় ৯০ ভাগ এবং প্রায় ২.৯ মিলিয়ন টন সার উৎপাদন ছাড়াও শিল্প, বাণিজ্যিক, আবাসিক, চা-বাগান, মৌসুমী, ক্যাপটিভ পাওয়ার ও সিএনজি খাতে ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রধান চালিকা শক্তি হিসাবে অতুলনীয় ভূমিকা রাখিতেছে। ইহার ব্যাপক চাহিদার ফলে বর্তমানে প্রতি বৎসর প্রায় এক লক্ষ নতুন গ্রাহক গ্যাস সংযোগ গ্রহণে বিপণন কোম্পানী বরাবরে আবেদন করিতেছে। নতুন আবেদনকারীদের গ্যাস সংযোগ প্রদান সহজতরকরণ ও সিস্টেমে বিদ্যমান গ্রাহকদের সেবার মান উন্নয়নে গ্যাস বিতরণ কোম্পানীসমূহ অঙ্গীকারাবদ্ধ। ইহাছাড়া এই অনবায়নযোগ্য জ্বালানী সম্পদের মওজুদও অফুরন্ত নয়। তাই সীমিত এই প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করিয়া জ্বালানী চাহিদা পূরণ এবং অর্জিত রাজস্ব যথাসময়ে আদায় নিশ্চিত করিয়া দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি গ্যাস খাতের উন্নয়ন সাধন করা সরকারের দায়িত্ব।

ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশে গ্যাসের বাজার দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কালক্রমে প্রসারিত হওয়ায় গ্যাস সংযোগ প্রদান ও সংযোগোত্তর নিয়মাবলী. যেমনঃ আবেদনপত্রের সাথে যাচিত বিভিন্ন দলিল-পত্র, সংযোগ ফি ও সারচার্জের হার, লোড নির্ধারণ পদ্ধতি, নিরাপত্তা জামানত, ন্যূনতম দেয়, জরিমানা আরোপ ও আদায় পদ্ধতি ইত্যাদি নিয়ম-কানুনে গ্যাস বিপণন কোম্পানীসমূহের মধ্যে অসঙ্গতি ও বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি হয়। বিদ্যমান এইসব অসঙ্গতি ও বৈসাদৃশ্য দূর করিয়া দেশব্যাপী একটি অভিন্ন রূপরেখা সম্বলিত গ্যাস বিপণন নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম ৪/৬/১৯৯৪ইং তারিখে পেট্রোবাংলা কর্তৃক একটি কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটি কর্তৃক প্রণীত খসড়া অভিন্ন গ্যাস বিপণন নীতিমালা ১০/৯/১৯৯৬ইং তারিখে পেট্রোবাংলা বোর্ডের ২২১তম সভায় অনুমোদনপূর্বক বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেওয়া হয়। পরবর্তীতে ১৯/১/১৯৯৮ইং তারিখে পেট্রোবাংলা বোর্ডের ২৪৩তম সভায় এবং ৬/৪/১৯৯৯ইং তারিখে ২৬৫তম সভায় এবং সর্বশেষ ২৭/৩/২০০২ইং তারিখে একই বোর্ডের ৩১৪তম সভায় সংশোধনের পর কোম্পানী নির্বিশেষে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়. কিন্তু লোড নির্ধারণ পদ্ধতি, ন্যূনতম দেয় বিল, বিভিন্ন প্রকার সারচার্জ/জরিমানা, অবৈধ কার্যকলাপে লাইন বিচ্ছিন্নকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিভিন্ন চেম্বার ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের গ্রাহকদের নানাবিধ প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করিয়া আলোচ্য গ্যাস বিপণন পদ্ধতিটি আরো গ্রাহক বান্ধব করার অভিপ্রায়ে সরকারী নির্দেশে পেট্রোবাংলা, গ্যাস বিপণন কোম্পানী, বিভিন্ন চেম্বার ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি জাতীয় পর্যায়ের কমিটির মাধ্যমে পুনঃসংশোধন করা হয়। এর নামাকরণ কিঞ্চিত পরিবর্তন করিয়া 'গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী ২০০৪' রাখা হইয়াছে।

১.১। উদ্দেশ্যঃ

সারাদেশে একই শ্রেণীভুক্ত গ্রাহকদের গ্যাস বিক্রয় মূল্য এক ও অভিন্ন হইলেও গ্যাস বিপণন কোম্পানীসমূহ কর্তৃক অনুসৃত নানাবিধ নিয়মাবলীতে বিদ্যমান অসামঞ্জস্য, অসঙ্গতি ও বৈসাদৃশ্য দূর করিয়া গ্যাস সংযোগ প্রদান সহজীকরণ, সংযোগোত্তর সেবার মান উন্নয়ন, কোম্পানী ও গ্রাহকের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সংযোগ প্রদান নিশ্চিতকরণ, বিভিন্ন প্রকার ফি/সারচার্জ, নিরাপত্তা জামানত ও ন্যূনতম দেয় বাস্তবতার আলোকে নির্ধারণ, বিল আদায় ও জরিমানা আরোপে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ, গ্যাস কারচুপি রোধ তথা সিস্টেম লস হ্রাস এবং সর্বোপরি সকল স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে 'গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী ২০০৪' প্রণয়ন করা হইল। এই নিয়মাবলী গৃহস্থালী শ্রেণীর পুরাতন এবং নতুন গ্রাহকদের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য হইবে এবং সকল গ্যাস বিপণন কোম্পানীতে অবিলম্বে একই সঙ্গে কার্যকর হইবে। আলোচ্য নীতিমালার আওতায় গ্যাস সংযোগ প্রদান ও অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজতর হইবে; কোম্পানীর আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়গুলির ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে; লোড নির্ধারণ ও জামানতের অর্থ পরিশোধ পদ্ধতি গ্রাহক অনুকূল হইবে, ন্যূনতম দেয় নির্ধারণে গ্রাহক ও কোম্পানী উভয়ের স্বার্থ রক্ষা পাইবে; সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ এবং বিচ্ছিন্নকৃত সংযোগ পুনঃস্থাপন প্রক্রিয়া স্বচ্ছ হইবে; বিভিন্ন প্রকার ফি/সারচার্জ/জরিমানা ক্ষেত্র বিশেষে লোপ বা হ্রাস

পাইবে এবং বিল ও বকেয়া পরিশোধে গ্রাহক উৎসাহিত হইবে। সর্বোপরি কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক
বিতরণ কার্যালয়ের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা বৃদ্ধি পাইবে এবং গ্রাহক হয়রানী হ্রাস পাইবে। আঞ্চলিক গ্যাস
বিপণন নিয়মাবলী বাস্তবায়ন তথা গ্যাসের সুষ্ঠু ব্যবহার দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখিবে

গ্রাহক প্রতিক্রিয়া এবং কোম্পানীর স্বার্থ বিবেচনায় 'গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী ২০০৪' এর যে কোন ধারার
পরিবর্তন/পরিবর্ধন এবং সংযোজন/বিয়োজনের অধিকার যথাযথ কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করিবে।

১.২। ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের সংজ্ঞাঃ

" মন্ত্রণালয় " বলিতে বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় অথবা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের
আদেশবলে নির্দেশিত অন্যকোন মন্ত্রণালয় বুঝাইবে।
" পেট্রোবাংলা" বলিতে বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন বুঝাইবে
"কোম্পানী" বলিতে পেট্রোবাংলার আওতাধীন গ্যাস বিপণন কোম্পানী সমূহকে বুঝাইবে। (যেমন-
তিতাস, বাখরাবাদ, জালালাবাদ ও পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস)।
"গ্রাহক" বলিতে গ্যাস ব্যবহারকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে।
" ঠিকাদার" বলিতে গ্যাস কোম্পানীর তালিকাভূক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর ঠিকাদারকে বুঝাইবে।
" আবেদন" বলিতে গ্যাস সংযোগের আবেদন বুঝাইবে।
" জামানত " বলিতে গ্যাস সংযোগের জন্য নিরাপত্তা জামানত প্রদান বুঝাইবে।
" কমিশনিং" বলিতে গ্যাস সংযোগ প্রদানপূর্বক গ্যাস সরবরাহ চালু করা বুঝাইবে।
" এমআইডি" বলিতে গ্যাস কোম্পানীর ভান্ডার হতে মালামাল প্রদান বুঝাইবে।
" রাস্তা কাটা" বলিতে রাস্তা কাটার অনুমতি সংশ্লিষ্ট BSCIC, BEPZA, পৌরসভা, সওজ, সিটি
কর্পোরেশন, এলজিইডি, ইউনিয়ন পরিষদ এর নিকট হইতে রাস্তা খনন করিয়া গ্যাস লাইন নেওয়ার অনুমতি
বুঝাইবে।
" বিক্রয় চুক্তি " বলিতে গ্রাহক ও কোম্পানীর মধ্যে গ্যাস বিক্রয় চুক্তি বুঝাইবে।
"চুক্তি বৎসর" অর্থ ১২(বার) মাস সময়সীমা বুঝাইবে।
"বিলের মাস" বলিতে স্বাভাবিক মিটার রিডিং চক্র অনুযায়ী ২(দুই) বার মিটার রিডিং গ্রহণের মধ্যবর্তী
সময়কে বুঝাইবে।
"দিন" বলিতে ২৪ ঘণ্টা সময় বুঝাইবে।
"ঘণ্টা" বলিতে ৬০ মিনিট সময় বুঝাইবে।
"মেয়াদের শেষ তারিখ" বলিতে সরবরাহকালীন সর্বশেষ মিটার রিডিং গ্রহণের তারিখ বুঝাইবে।
"আঙ্গিনা" গ্রাহকের যে জায়গায় গ্যাস সরবরাহ করা হইবে তাহাকে বুঝাইবে।
"সার্ভিস লাইন" বলিতে যে ফিডার পাইপ লাইন অথবা মুল গ্যাস সরবরাহ লাইনের সঙ্গে রেগুলেটিং ও
মিটারিং ষ্টেশনের সংযোগ স্থাপনের জন্য ব্যবহার করা হইবে তাহাকে বুঝাইবে।
"অভ্যন্তরীণ লাইন" বলিতে যে পাইপ লাইন গ্রাহকের গ্যাস সরঞ্জামের সঙ্গে রেগুলেটিং ও মিটারিং ষ্টেশনের
সং[illegible] স্থাপনের জন্য ব্যবহার করা হইবে তাহাকে বুঝাইবে।
" ভাল্‌ভ " বলিতে গ্রাহকের আঙ্গিনায় /সার্ভিস লাইনে স্থাপিত গ্যাস নিয়ন্ত্রণমূলক ভাল্‌ভ বুঝাইবে।
" এজ বিল্ট ড্রইং" বলিতে গ্রাহকের আঙ্গিনায় গ্যাস সংযোগের জন্য স্থাপিত সার্ভিস লাইন, অভ্যন্তরীন লাইন
এবং গ্যাস স্থাপনার ড্রইং বুঝাইবে।
"রেগুলেটিং ও মিটারিং ষ্টেশন (আরএমএস)" বলিতে গ্যাসের চাপ নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহৃত গ্যাসের পরিমাণ
নির্ণয়ের জন্য মিটার, রেগুলেটর, ভাল্‌ভ, নির্গমন পথ ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সম্মিলিতভাবে বুঝাইবে।
"[illegible]ারি পয়েন্ট" বলিতে যে পয়েন্ট হইতে গ্যাসের স্বত্ব এবং ঝুঁকি গ্রাহকের উপর বর্তাইবে অর্থাৎ
আরএমএস এর নির্গমনধারকে বুঝাইবে।
"সংযোজিত ঘণ্টাপ্রতি লোড" বলিতে স্থাপিত প্রত্যেক গ্যাস স্থাপনা/বার্ণার এ ঘণ্টাপ্রতি সর্বোচ্চ গ্যাস গ্রহণ
(ক্ষমতা) এর সমষ্টি বুঝাইবে।
"অতিরিক্ত বিল" বলিতে কোন নির্দিষ্ট সময়ের প্রকৃত আদায়যোগ্য বিল এবং পূর্বে প্রণীত/পরবর্তীতে প্রণীতব্য
গ্যাস বিলের পার্থক্যকে বুঝাইবে।
"বহির্গমন চাপ" বলিতে আরএমএস-এ স্থাপিত রেগুলেটরের বহির্গমন চাপ বুঝাইবে।
"সাময়িক বিচ্ছিন্ন" বলিতে সম্পূর্ণ আরএমএস অপসারণের মাধ্যমে সংযোগ বিচ্ছিন্ন বুঝাইবে।

...য়ী বিচ্ছিন্ন" বলিতে সার্ভিস লাইন কিলিং পূর্বক উহা অপসারণের সম্পূর্ণ আরএমএস অপসারণের মাধ্যমে সংযোগ বিচ্ছিন্ন বুঝাইবে।

"গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী" বলিতে পেট্রোবাংলা এবং পেট্রোবাংলার বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ও গ্যাস বিপণন কোম্পানীর বোর্ড কর্তৃক গৃহীত সকল শ্রেণীর গ্রাহকদের জন্য গ্যাস বিপণন সংক্রান্ত নিয়মাবলীকে বুঝাইবে।

২.০। গ্রাহকের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য :

বাসভবন হিসাবে ব্যবহৃত বাড়ি/ইমারত, বিভিন্ন সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার ফ্ল্যাট/কলোনীসমূহ এবং অব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে পরিচালিত ছাত্রাবাস, ল্যাবরেটরীজ, কেন্টিন, হাসপাতাল, মেস, শিশুসদন, আশ্রম, মাজার, দাতব্য প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি এই শ্রেণীভুক্ত হইবে :-

গৃহস্থালী গ্রাহক

ক) বাস ভবন হিসাবে ব্যবহৃত

১। বাড়ি/ইমারত

২। প্রতিরক্ষা বিভাগের আবাসিক ভবন।

৩। বিডিআর, পুলিশ, আনসার, ভিডিপি-এর আবাসিক কোয়ার্টারসমূহ

৪। জেলখানার আবাসিক কোয়াটার সমুহ।

৫। বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট/দপ্তর/এজেন্সীর আবাসিক কোয়াটারসমূহ।

খ) অব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে পরিচালিত/ব্যবহৃত :

১। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমুহের ছাত্রাবাস, ল্যাবরেটরিজ, কেন্টিন।

২। এতিমখানা, হাসপাতাল, গেস্টহাউজ, সার্কিট হাউজ, ইনসপেকশন বাংলো/ডাক বাংলো।

৩। জেলখানার কেন্টিন, কয়েদীদের রান্না ঘর।

৪। বিডিআর, পুলিশ, আনসার এর কেন্টিন ও মেস।

৫। সরকারী শিশুসদন, আশ্রম, তাবলিগ ট্রাস্ট, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, মাজার।

৬। শিল্প প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন কেন্টিন ও শ্রমিকদের মেস/রান্নাঘর।

৭। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন মেস।

৮। বিভিন্ন অফিসের কেন্টিনসমুহ।

৯। প্রতিরক্ষা বিভাগের সকল প্রকার মেস ও কেন্টিন।

১০। BCSIR এর ল্যাবরেটরিজ।

৩.০। গ্যাস সংযোগ, বিভিন্ন প্রকার ফি/চার্জ, নিরাপত্তা জামানত :

গ্রাহকের গ্যাস সংযোগের প্রক্রিয়া এবং গ্রাহক কর্তৃক কোম্পানীকে প্রদেয় বিভিন্ন প্রকার ফি, চার্জ, নিরাপত্তা জামানত ইত্যাদি নিম্নে উল্লেখিত হার অনুযায়ী নির্ধারণ করা হইবে। তবে এইসব হার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় পরিবর্তন ও পুনর্নির্ধারণ করা যাইবে এবং গ্রাহককে তাহা অবহিত করা হইবে।

৩.১। বাধ্যতামূলক মিটার গ্রহণ :

একক ও দ্বৈত চুলার সাথে অন্য কোন স্থাপনা/সরঞ্জাম (Multi-Appliances), যথা : ওভেন, গ্রীল, ওয়াটারহিটার, গ্যাস লাইট ইত্যাদিতে গ্যাস সংযোগ গ্রহণ করা হইলে তাহা অবশ্যই মিটারের মাধ্যমে গ্রহণ করিতে হইবে। বিদ্যমান অনুরূপ সংযোগসমূহ যথাশীঘ্র সম্ভব মিটারের আওতায় আনিতে হইবে।

বিদ্যুৎ, সার বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে আবাসিক উদ্দেশ্যে একমুখী/দ্বিমুখী চুলা বা চুলাসহ বিভিন্ন সরঞ্জামের মাধ্যমে গ্যাস ব্যবহার এর জন্য এবং এ্যাপার্টমেন্ট হাউজের প্রতি ফ্ল্যাটের জন্য (স্বতন্ত্র) বাধ্যতামূলকভাবে মিটারের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ করা হইবে।

গ্যাস সংযোগ প্রক্রিয়া ঃ

গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যে প্রক্রিয়াকরণের ধাপগুলি ক্রমানুসারে নিম্নে বর্ণিত হইল ঃ

১। আবেদনকারীকে গ্যাস সংযোগের জন্য কোম্পানীর নির্ধারিত ফর্মে আবেদন করিতে হইবে। সংশ্লিষ্ট জোন/আবিকা কর্তৃক আবেদনকারীকে আবেদন পত্রের মূল্য পরিশোধ ব্যতিরেকেই আবেদন পত্র সরবরাহ করা হইবে। আবেদন পত্র জমা দেওয়ার সময় নির্ধারিত ব্যাংকে নগদ ১০০/- টাকা জমা কিংবা ১০০/- টাকার -(সময় সময় পরিবর্তনযোগ্য) ক্রস চেক অথবা পে-অর্ডার আবেদনকারীকে ফি হিসাবে জমা দিতে হইবে । আবেদনপত্র জমা প্রদানের সময় গ্রাহক ইচ্ছা করিলে গ্যাস সংযোগ সংক্রান্ত নিয়মাবলীর কপি নির্ধারিত মূল্যের বিনিময়ে সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

২। আবেদনকারীকে আবেদন পত্রের সহিত বাড়ীর মালিকানার স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় দলিল ও প্রমাণপত্র, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাড়ীর হোল্ডিং নম্বর, ভাড়াটিয়া হইলে বাড়ীর মালিকের সম্মতিপত্র, পাসপোর্ট সাইজের ২(দুই) কপি সত্যায়িত ছবি ও প্রস্তাবিত অভ্যন্তরীণ লাইনের ২(দুই) কপি নকশা দাখিল করিতে হইবে। সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা অথবা অন্য কোন এজেন্সীর স্টাফ কোয়ার্টার/কলোনী সমূহে গ্যাস সংযোগের জন্য ঐ সংস্থা বা গণপূর্ত বিভাগ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) আবেদন করিবে এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাকেই গ্রাহক হিসাবে গণ্য করা হইবে। বাড়ীর মালিক একাধিক হইলে অন্য মালিকগণের গ্যাস সংযোগে অনাপত্তি গ্রহণ সাপেক্ষে সংযোগ গ্রহণ করিতে হইবে।

বাড়ীর/জমির মালিক অথবা ভাড়াটিয়া ব্যতীত অন্যান্য বাসিন্দা গ্যাস সংযোগ নিতে আগ্রহী হইলে তাহাদেরকে এক বছরের নিরাপত্তা জামানত জমা দান সাপেক্ষে গ্যাস সংযোগ প্রদান কিংবা বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে বিদ্যমান সংযোগ নিয়মিতকরণের সুযোগ প্রদান করা যাইবে। কোন কারণে কোন জমির মালিক অথবা ভাড়াটিয়া এই সুযোগ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলে এক বছরের নিরাপত্তা জামানত প্রদান সাপেক্ষে এই সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৩। আবেদনকারী কর্তৃক আবেদনপত্রসহ অন্যান্য কাগজপত্র দাখিলের ৫(পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জোন/আবিকা কর্তৃক জরীপ/সম্ভব্যতা যাচাই করিতে হইবে। জরীপে গ্যাস সংযোগ প্রদানের জন্য কারিগরীভাবে উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইলে ৩ (তিন) কার্য দিবসের মধ্যে চাহিদা পত্র প্রদান করা হইবে। চাহিদাপত্রে আবেদন পত্রের মূল্য (যদি পরিশোধ না করিয়া থাকে), সংযোগ ফি, নিরাপত্তা জামানত, সার্ভিস লাইনের ব্যয় ও কমিশনিং ফি ইত্যাদির হিসাব থাকিবে।

৪। চাহিদাপত্র অনুযায়ী অর্থ জমাদানের পর ৫(পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে দাখিলকৃত নক্সা অনুমোদন করা হইবে। অনুমোদিত নক্সা মোতাবেক ৫(পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারী কর্তৃক নিজ ব্যয়ে অভ্যন্তরীণ পাইপ লাইনের মালামাল ক্রয় পূর্বক তাহার নিয়োজিত ৪র্থ (১.১) শ্রেণীর ঠিকাদার/প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ পাইপ লাইন স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করিবেন। গ্রাহক তাঁহার নিয়োজিত ঠিকাদার/প্রতিষ্ঠানকে অভ্যন্তরীণ গ্যাস পাইপ লাইন (যে কোন ব্যাসের) নির্মাণের জন্য নিম্নে বর্ণিত হারে নির্মাণ ব্যয় পরিশোধ করিবেনঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগর এলাকার জন্য	অন্যান্য এলাকার জন্য
১।	অভ্যন্তরীণ পাইপ লাইন ১০ মিটার পর্যন্ত	৪,০০০/-	৩,৫০০/-
২।	অভ্যন্তরীণ পাইপ লাইন ১১ মিটার হইতে ২০ মিটার পর্যন্ত	৫,০০০/-	৪,৫০০/-
৩।	অভ্যন্তরীণ পাইপ লাইন ২১ মিটার হইতে ৩৫ মিটার পর্যন্ত	৬,০০০/-	৫,৫০০/-
৪।	অভ্যন্তরীণ পাইপ লাইন ৩৬ মিটার এর উর্দ্ধে	৭,০০০/-	৬,০০০/-

৫। অভ্যন্তরীণ পাইপ লাইন নির্মাণ শেষে ঠিকাদার কর্তৃক ৫(পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে নক্সা অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ পাইপ লাইন ২০ পিএসআইজি চাপে পরীক্ষা করিবে এবং চাপ পরীক্ষাকালীন সময়ে

সংশ্লিষ্ট জোন/আবিকা কর্তৃক চাপ পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করিবে । চাপ পরীক্ষায় অভ্যন্তরীণ পাইপ লাইনে কোন লিক না থাকিলে এবং অনুমোদিত নকশা মোতাবেক সম্পাদিত হইলে ঠিকাদার ও সংশ্লিষ্ট জোন/আবিকা কর্তৃক অভ্যন্তরীণ পাইপ লাইন সমাপ্তি প্রতিবেদনে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করিয়া স্বাক্ষর করিবে।

৬। গ্রাহক কিংবা তাহার নিয়োজিত ঠিকাদার/প্রতিষ্ঠান/প্রতিনিধি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ হইতে রাস্তা কাটার অনুমতিপত্র এবং অভ্যন্তরীণ পাইপ লাইন সমাপ্তির প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট জোন/আবিকায় জমা দিবেন।

৭। অভ্যন্তরীণ পাইপ লাইন সমাপ্তির প্রতিবেদন ও গ্যাস বিক্রয় চুক্তি দাখিলের ২(দুই) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীর সহিত গ্যাস বিক্রয় চুক্তি চূড়ান্ত এবং স্বাক্ষর করা হইবে। উক্ত চুক্তিপত্র এই নিয়মাবলীর অংশ হিসাবে গণ্য হইবে।

৮। রাস্তাকাটার অনুমতি পত্রসহ সমাপনী প্রতিবেদন প্রাপ্তির ১৫(পনের) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জোন/আবিকা কর্তৃক সার্ভিস লাইন ও রাইজার উত্তোলন করা হইবে। রাইজার উত্তোলনের ৩(তিন) কার্যদিবেসের মধ্যে লক-উইং কক ও রেগুলেটর স্থাপন পূর্বক গ্যাস কমিশনিং করা হইবে এবং কমিশনিং -এর সময়ই গ্রাহককে কমিশনিং কার্ড ও বিল বই প্রদান করা হইবে।

৯। লো প্রেসার নেটওয়ার্ক নির্মাণের প্রয়োজন হইলে উক্ত লাইনের যাবতীয় খরচ প্রচলিত নিয়মের ভিত্তিতে কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট দপ্তর কর্তৃক ইস্যুকৃত চাহিদাপত্র অনুযায়ী গ্রাহককে পরিশোধ করিতে হইবে।

১০। পূর্বোল্লেখিত নিয়মাবলী অনুসরণ করিয়া গ্যাস সংযোগ প্রক্রিয়াকালে গ্রাহকের/ঠিকাদারের তরফ হইতে করণীয় বিষয়াদি সময়মত প্রতিপালন করা হইলে গৃহস্থালী গ্রাহককে সর্বোচ্চ দুই মাসের মধ্যে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা যাইতে পারে।

৩.৩। সংযোগ ফি ঃ

বর্ণিত ফি/চার্জ আদায় সাপেক্ষে গৃহস্থালী শ্রেণীর সকল গ্রাহককে ২০ মিঃ মিঃ ব্যাসের ৩ মিটার দৈর্ঘ পাইপ লাইন, ২০ মিঃ মিঃ লকউইং কক, ২০ মিঃ মিঃ সার্ভিসটি, পাইপ র‍্যাপিং ও কোটিং সামগ্রী এবং রেগুলেটর সরবরাহ করতঃ কোম্পানী বা কোম্পানীর তালিকাভুক্ত ঠিকাদারের মাধ্যমে সার্ভিস লাইন নির্মাণ করিতে হইবে। উক্ত মালামাল ছাড়াও সার্ভিস লাইন নির্মাণের জন্য অতিরিক্ত পাইপ এবং/বা অন্য কোন মালামাল প্রয়োজন হইলে সে ক্ষেত্রে উহার জন্য প্রযোজ্য হারে মূল্যসহ প্রকৃত নির্মাণ ব্যয় গ্রাহক পরিশোধ করিবে।

গৃহস্থালী গ্রাহক কর্তৃক প্রযোজ্য হারে ফি/চার্জ জমাদান সাপেক্ষে কোম্পানী বা গ্রাহকের নিযুক্ত ঠিকাদারের মাধ্যমে কোম্পানী হইতে ক্রয়কৃত মালামাল দ্বারা বিতরণ লাইন নির্মাণ করা যাইবে। ২০ মিঃ মিঃ ব্যাসের ৩ মিঃ দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সার্ভিস লাইন নির্মাণের জন্য গ্রাহককে গ্যাস সংযোগ ফি/চার্জ হিসাবে ২,৭৫০.০০(দুই হাজার সাতশত পঞ্চাশ টাকা) (সময় সময় পরিবর্তন যোগ্য) প্রদান করিতে হইবে। তবে উল্লেখ থাকে যে, সংযোগ প্রক্রিয়াকরণ অবস্থায় সংযোগ গ্রহণ করা না হইলে সংযোগ ফি বাবদ গ্রাহকের জমাকৃত অর্থ ফেরত প্রদান করা হইবে না।

৩.৪। গ্রাহকের চালনা ধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক (ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর) নির্ধারণ ঃ

গ্রাহক কর্তৃক যে উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহার করা হইবে তাহার ধরন/প্রক্রিয়া এর উপর ভিত্তি করিয়া সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের মাসিক লোড নির্ধারণ, নিরাপত্তা জামানতের হিসাব ও মাসিক ন্যূনতম চার্জ নিরূপণের ক্ষেত্রে চালনা ধাঁচ ও ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন রহিয়াছে।

মিটারযুক্ত গ্রাহকদের চালনা ধাঁচ হইবে ন্যূনতম ৮ ঘন্টা/দিন ও ন্যূনতম ২৬ অথবা ৩০ দিন/মাস এবং বিচ্যুতি গুণনীয়ক ০.৮০ হিসাবে ধরা হইবে যাহার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হইল।

ক্রমিক নং	গ্রাহক উপ-শ্রেণী	উপশ্রেণীর আওতাভুক্ত গ্রাহকদের নাম	চালনা ঘণ্টা (ন্যূনতম)		ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর
			ঘণ্টা/ দিন	দিন/মাস	
ক)	সাধারণ ছুটির দিনে বন্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহ	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্যান্টিন ও ল্যাবরেটরীজ/ বিভিন্ন দপ্তর বা প্রতিষ্ঠান এর ক্যান্টিন/ সেচ্ছাসেবী ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।	[illegible]	২৬	০.৮০
খ)	ছুটির দিনসহ সকল দিনে রান্নার কাজে ব্যবহৃত প্রতিষ্ঠানসমূহ	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রাবাস/সরকারী হাসপাতাল ও ক্লিনিক/প্রতিরক্ষা বাহিনী, বিডিআর, পুলিশ, আনসার মেস/ জেলখানার রান্নার কাজ/বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের /এজেন্সীর ইন্সপেকশন বাংলো/ সার্কিট হাউস/রেস্ট হাউস/কলোনী/ কমপ্লেক্স ইত্যাদি।	৮	৩০	০.৮০

৩.৫। সরঞ্জাম ভিত্তিক লোড ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক (ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর)ঃ

বিবরণ	একক	একমুখী চুলা	দ্বিমুখী চুলা	[illegible]	[illegible]	পানির হিটার		ড্রায়ার	গ্যাস লাইট	
						২০ গ্যাঃ পর্যন্ত	২০ গ্যাঃ উর্ধে		ভিতর	বাহির
ঘণ্টায় প্রবাহ	ঘনফুট	১২	২১	২৫	২৫	৩০	৪০	১৪	৮	৮
দৈনিক কর্মঘণ্টা	ঘণ্টা	১০	৮	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৮
মাসিক কার্যদিবস	দিন	২৬/৩০	২৬/৩০	১৫	১৫	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০
ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর	-	০.৮০	০.৮০	০.৮০	০.৮০	০.৮০	০.৮০	০.৮০	০.৮০	০.৮০

৩.৬। নিরাপত্তা জামানত নির্ধারণ ও জমাদানের পন্থা ঃ

সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের চালনাধাচ অনুযায়ী মাসিক গ্যাস লোড নির্ধারণ করিয়া সেই ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের (ভাড়াটিয়া হইলে ৬ মাস/অন্যান্য ১ বছর) প্রত্যাশিত বিলের সমপরিমাণ অর্থ নিরাপত্তা জামানত হিসাবে জমা দিতে হইবে। মিটারবিহীন গৃহস্থালী গ্রাহকদের ক্ষেত্রে একমুখী/দ্বিমুখী চুলার সংখ্যা হিসাবে ফ্লাট রেইট ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের (ভাড়াটিয়া হইলে ৬ মাস/অন্যান্য ১ বছর) বিলের সমপরিমাণ অর্থ নিরাপত্তা জামানত হিসাবে জমা দিতে হইবে।

গ্যাসের ট্যারিফ পরিবর্তনের সাথে সাথে মিটারবিহীন গ্রাহকদের নিকট হইতে অতিরিক্ত জামানত আদায় করার প্রয়োজন হইবে না। মিটারযুক্ত গ্রাহকদের ক্ষেত্রে গ্যাসের ট্যারিফ একবারে বা একাধিকবারে ১০% বা এর অধিক বৃদ্ধি পাইলে তৎপ্রেক্ষিতে যে তারিখ হইতে বৃদ্ধি পাইবে সেই তারিখের পরবর্তী ৪৫ দিনের মধ্যে নতুন হারে জামানত পুনঃ নির্ধারণ করতঃ উহার চাহিদাপত্র গ্রাহকের নিকট সরবরাহ করা হইবে এবং তাহা পরবর্তী সর্বোচ্চ ৬ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ সমান ২ কিস্তিতে আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। মিটারযুক্ত গৃহস্থালী গ্রাহকদেরকে নিম্নোক্ত সূত্র অনুযায়ী নিরাপত্তা জামানত পরিশোধ করিতে হইবে।

মাসিক অনুমোদিত লোড (SCM) = বার্নারের ক্ষমতা x বার্নার সংখ্যা x দৈনিক কর্মঘণ্টা x মাসিক কার্যদিবস x ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর।

এখানে SCM বলিতে স্ট্যান্ডার্ড কিউবিক মিটার বুঝাইবে।

নিরাপত্তা জামানত(টাকা) = মাসিক অনুমোদিত লোড x গ্যাস ট্যারিফ রেইট (প্রতি ইউনিটের মূল্য) x ৩ মাস(ভাড়াটিয়া হইলে ৬ মাস/অন্যান্য ১ বছর)।

৩.৭। কমিশনিং ফি ঃ

গ্রাহকের গ্যাস সংযোগের জন্য রেগুলেটর, মিটার ইত্যাদি স্থাপনের পর বার্নার চালু করিয়া গ্যাস সরবরাহের জন্য ৫০০/- টাকা কমিশনিং ফি পরিশোধ করিতে হইবে।

মিটার রিডিং গ্রহণ, বিল প্রস্তুতকরণ ও প্রেরণ ঃ

৪.১। মিটার রিডিং গ্রহণ ঃ

মিটারযুক্ত গৃহস্থালী গ্রাহকের মিটার রিডিং প্রতি মাসের ২৫ তারিখ হইতে পরবর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে গ্রহণ করা হইবে।

৪.২। বিল প্রস্তুতকরণ ঃ

মিটারযুক্ত গ্রাহকের মিটার রিডিং গ্রহণের ভিত্তিতে নিম্নানুসারে বিল প্রণয়নের জন্য কোম্পানীর মিটার রিডিং গ্রহণকারী শাখা কর্তৃক বিল প্রণয়নকারী শাখা/বিভাগে মিটার রিডিং পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করিবে। বিল প্রণয়নকারী শাখা/বিভাগ কর্তৃক রিডিং সাইকেল অনুযায়ী সংগৃহীত মিটার রিডিং এর ব্যবধানকে চাপ শুদ্ধি গুণক দ্বারা গুণ করিয়া আদর্শ আয়তন হিসাবে গ্যাস ব্যবহার নিরূপণ করতঃ যদি গ্যাস ব্যবহার উক্ত সময়ের মাসিক ন্যূনতম নিশ্চয়কৃত লোডের তুলনায় বেশী হয় তবে প্রাপ্ত ব্যবহার অন্যথায় ন্যূনতম নিশ্চয়কৃত লোডকে গ্যাসের ট্যারিফ রেইট দ্বারা গুণ করিয়া গ্যাস বিল প্রণয়ন করা হইবে। চাপ শুদ্ধি গুণক নিম্নোক্ত রাশিমালার মাধ্যমে বাহির করা হইবেঃ

$$\text{চাপ শুদ্ধিগুণক} = \frac{\text{পিএসআইজি এককে গ্যাস সরবরাহ চাপ}+১৪.৭৩}{১৪.৭৩}$$

এখানে, ১৪.৭৩ Psia = Base Pressure = Atmospheric Pressure

৪.৩। গ্রাহক বরাবরে বিল প্রেরণঃ

প্রতিমাসের বিল পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে গ্রাহকের নিকট প্রেরণ করা হইবে। কোন কারণে গ্রাহক সময়মত বিল না পাইলে কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট দপ্তর হইতে ডুপ্লিকেট বিল সংগ্রহ করিতে পারিবে। বিভিন্ন সংস্থার স্টাফ কোয়ার্টারে ফ্ল্যাট রেইটের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সংস্থার নামে প্রেরিতব্য বিলও এই সময়ের মধ্যে প্রেরণ করিতে হইবে। মিটারবিহীন গৃহস্থালী গ্রাহকদের সংযোগকালীন সময়ে সরবরাহকৃত বিল বই দ্বারা সরকার কর্তৃক একমুখী/দ্বি-মুখী চুলার জন্য নির্ধারিত হারে বিল পরিশোধ করিতে হইবে। প্রি-পেইড মিটারযুক্ত গ্রাহকগণ নির্ধারিত মূল্যে কার্ডের সমপরিমাণ গ্যাস ব্যবহার করিতে পারিবেন।

৪.৪। আরএমএস/সিএমএস ভাড়া ঃ

কোম্পানী কর্তৃক গ্রাহককে আরএমএস/সিএমএস সরবরাহ করা হইবে এবং আরএমএস/সিএমএস এর মালিকানা কোম্পানী থাকিবে। গ্রাহককে আরএমএস/সিএমএস এর ভাড়া গ্যাস সরবরাহকালীন সময়ে দিতে হইবে এবং উক্ত ভাড়া নিম্নরূপ ভাবে নির্ধারণ করা হইবে ঃ

আরএমএস/সিএমএস এর ক্রয়কৃত মূল্যের সহিত ৮% হারে ওভারহেড যোগ করিলে যে অংক দাড়াইবে তাহাকে ১২০ দ্বারা ভাগ করিয়া মাসিক আরএমএসসিএমএস ভাড়া নির্ধারণ করা হইবে। প্রতিমাসের গ্যাস বিলের সহিত উক্ত ভাড়া গ্রাহককে পরিশোধ করিতে হইবে। লোড হ্রাস/বৃদ্ধি কিংবা মেয়াদ উত্তীর্ণ (১০ বছর) জনিত কারণে আরএমএস/সিএমএস সম্পূর্ন কিংবা আংশিক প্রতিস্থাপন করা হইলে, আরএমএস/সিএমএস এর মাসিক ভাড়া আগের নিয়মে পুনঃ নির্ধারণ করা হইবে।

কোম্পানী নিজ ব্যয়ে প্রতি ৬ মাস অন্তর অন্তর আরএমএস/সিএমএস রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

৪.৫। রাজস্ব আদায়ঃ

৪.৫.১। মিটারযুক্ত ও ফ্ল্যাট রেইট গ্রাহক ঃ

কোম্পানী গ্রাহকের সহিত স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্রের শর্ত/এই নিয়মাবলীর আলোকে গ্রাহকের নিকট হইতে গ্যাস বিল, বকেয়া বিলের উপর সারচার্জ, জরিমানা, নিরাপত্তা জামানত ইত্যাদি পাওনা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৪.৫.২। প্রি-পেইড মিটারযুক্ত গ্রাহক :

এই সকল গ্রাহকগণ কোম্পানীর নির্ধারিত ভেন্ডারের নিকট হইতে নির্দিষ্ট মূল্যে কার্ড ক্রয়পূর্বক গ্যাস ব্যবহার করিবেন।

৪.৬। বিল পরিশোধের সময়সীমা :

মিটার বিহীন গৃহস্থালী গ্রাহকগণকে সরবরাহকৃত বিল বই এর মাধ্যমে গ্রাহকগণ প্রতিমাসের গ্যাস বিল পরবর্তী মাসের ২১ (একুশ) তারিখের মধ্যে কোন প্রকার সারচার্জ ছাড়াই পরিশোধ করিতে পারিবেন। মিটারযুক্ত গৃহস্থালী গ্রাহকদের মাসিক বিল ইস্যু করার তারিখ হইতে (যাহা বিলে উল্লেখ থাকিবে) পরবর্তী ২০ (বিশ) দিনের মধ্যে কোন প্রকার সারচার্জ ছাড়াই পরিশোধ করা যাইবে। বিল পরিশোধের সর্বশেষ তারিখ সরকারী ছুটির দিন কিংবা অন্য কোন কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের লেনদেন বন্ধ থাকিলে পরবর্তী কার্য দিবসে বিল পরিশোধ করা যাইবে।

৪.৭। মাসিক ন্যূনতম দেয় বিল (মিনিমাম চার্জ):

৪.৭.১। মিটারবিহীন গৃহস্থালী:

মিটারবিহীন গৃহস্থালী গ্রাহকদের ক্ষেত্রে মাসিক ন্যূনতম দেয় প্রযোজ্য হইবে না। কিন্তু গ্রাহকের আবেদনক্রমে সংযোগ সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন করা হইলে, ন্যূনতম দেয় হিসাবে ফ্লাট রেইটে নির্ধারিত মাসিক বিলের ৫০% আদায় করা হইবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাসে ১৫ দিনের অধিক বন্ধ/ছুটি থাকিলে পূর্বাহ্নে অবহিতকরণপূর্বক প্রকৃত গ্যাস ব্যবহারের ভিত্তিতে বিল পরিশোধ করিতে পারিবে।

৪.৭.২। মিটারযুক্ত গৃহস্থালী :

মিটারযুক্ত গৃহস্থালী গ্রাহকদের ক্ষেত্রে মাসিক ন্যূনতম দেয় প্রযোজ্য হইবে না। প্রকৃত মিটার রিডিং এর ভিত্তিতে মাসিক গ্যাস বিল পরিশোধ করিতে হইবে। তবে প্রতিমাসে মিটারের ভাড়া পরিশোধ করিতে হইবে।

৪.৮। বকেয়া গ্যাস বিলের ওপর সারচার্জের হার :

৪.৮.১। মিটার বিহীন গৃহস্থালী :

সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের বিল পরিশোধের জন্য নির্ধারিত তারিখ অতিক্রম করার পর বিল পরিশোধ কালে গ্রাহককে ছয় মাস পর্যন্ত অপরিশোধিত বিলের জন্য খেলাপী গ্রাহক হিসাবে একমূখী ও দ্বি-মুখী চুলার জন্য প্রতি মাসে ১০ টাকা হারে এবং ছয় মাসের অধিক সময়ের অপরিশোধিত বিলের জন্য প্রতি মাসে ১৫ টাকা হারে সারচার্জ প্রদান করিতে হইবে।

৪.৮.২। মিটারযুক্ত গৃহস্থালী :

সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের বিল পরিশোধের নির্ধারিত তারিখ অতিক্রম করার পর হইতে বিল পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য বার্ষিক ১২% হারে সারচার্জ পরিশোধ করিতে হইবে।

তবে, যে সকল গ্রাহক গ্যাস বিলের অর্থ সরকারী ফান্ড হইতে পরিশোধ করিয়া থাকে, তাহাদের ক্ষেত্রে নির্ধারিত তারিখের পরও ক্ষেত্র বিশেষে সারচার্জ ব্যতিরেকে বিল পরিশোধের সুযোগ প্রদান করা যাইতে পারে।

পরিদর্শন ঃ

৫.১। মিটারবিহীন গৃহস্থালী ঃ কোম্পানীর নিজস্ব কর্মকর্তা অথবা মনোনীত প্রতিনিধি/ প্রতিষ্ঠান এর মাধ্যমে ২ (দুই) বছরে ন্যূনতম একবার।

৫.২। মিটারযুক্ত গৃহস্থালী ঃ ১(এক) বছরে ন্যূনতম একবার, তবে প্রতি ৩ মাসে একবার কাঙ্খিত। তবে মাসিক মিটার রিডিং গ্রহণকালেও পরিদর্শনকাজ সম্পন্ন করা যাইবে।

৬.০ : অতিরিক্ত বিল, জরিমানা এবং আরএমএস এর সরঞ্জাম ক্ষতিগ্রস্থ/চুরির জন্য মূল্য আদায় ঃ

৬.১। অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত লোড ব্যবহারের ক্ষেত্রে জরিমানা নির্ধারণঃ

মিটারযুক্ত গৃহস্থালী গ্রাহক কর্তৃক অনুমোদিত মাসিক লোডের ২০% পর্যন্ত অধিক লোড ব্যবহার করা হইলে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না। কিন্তু অনুমোদিত মাসিক লোডের ২০% এর অতিরিক্ত লোডে গ্যাস ব্যবহার করা হইলে গ্রাহককে পত্রের মাধ্যমে গ্যাস ব্যবহার সীমিত রাখিবার জন্য নতুবা লোড বৃদ্ধি করিয়া নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হইবে। কিন্তু পর পর তিন মাস ২০% এর অতিরিক্ত লোডে গ্যাস ব্যবহার করা হইলে চতুর্থ মাসে কোম্পানী বিগত তিন মাসের সর্বোচ্চ মাসিক গ্যাস ব্যবহারের ভিত্তিতে একতরফা ভাবে লোড পুনঃ নির্ধারণ করতঃ ডিমান্ড নোট ইস্যু করিবে। ইস্যুকৃত ডিমান্ড নোট এর ভিত্তিতে গ্রাহক প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ সমন্বয় না করিলে এই নিয়মাবলীর অনুচ্ছেদ ৭.১(ক) ২ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

৬.২। গ্যাস কারচুপি মূলক/অননুমোদিত গ্যাস স্থাপনার জন্য অতিরিক্ত বিল ও জরিমানা ধার্য ঃ

৬.২.১। মিটার বিহীন গৃহস্থালী ঃ

মিটার বিহীন গৃহস্থালী গ্রাহক কর্তৃক কোন উপায়ে অবৈধভাবে-চুলা/সরঞ্জাম-এ গ্যাস সংযোগ
করা হইলে গ্যাস লাইন কমিশনিং এর তারিখ/চুলা বর্ধিতকরণের তারিখ/সর্বশেষ পরিদর্শনের
তারিখ/গ্যাস লাইন পুনঃসংযোগের তারিখ / চুলা বন্ধ (স্থায়ী/অস্থায়ী) করণের তারিখ হইতে
শুরু করিয়া কারচুপি সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময় (সর্বোচ্চ ১ বছর) ছাড়াও প্রযোজ্য
ক্ষেত্রে উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্ন/নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত
ফ্লাট রেইটের ভিত্তিতে অতিরিক্ত স্থাপনার বিল এবং ৩ (তিন) মাসের সমতুল্য গ্যাস বিল
জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

গৃহস্থালী সংযোগ হইতে অবৈধভাবে বাণিজ্যিক কাজে গ্যাস ব্যবহার করা হইলে সেই ক্ষেত্রে
অবৈধ গ্যাস ব্যবহার সনাক্তকরণের সময় প্রাপ্ত বার্নার/সরঞ্জাম-এর ঘন্টা প্রতি লোড এবং
সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য গণনা ধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক অনুসারে মাসিক লোড
নির্ধারণপূর্বক উক্ত লোডের ভিত্তিতে গ্যাস লাইন কমিশনিং এর তারিখ/চুলা বর্ধিতকরণের
তারিখ/সর্বশেষ পরিদর্শনের তারিখ/গ্যাস লাইন পুনঃসংযোগের তারিখ/চুলা বন্ধ (স্থায়ী/
অস্থায়ী) করণের তারিখ হইতে শুরু করিয়া কারচুপি সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময়
(সর্বোচ্চ ১ বছর) ছাড়াও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ
বিচ্ছিন্ন/নিয়মিতকরণ এর তারিখ পর্যন্ত বাণিজ্যিক হারে অতিরিক্ত বিল ও মূল আবাসিক
বিল প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সমন্বয়পূর্বক অতিরিক্ত বিলের ৫০% জরিমানা হিসাবে আদায় যোগ্য
হইবে।

৬.২.২। মিটারযুক্ত গৃহস্থালী ঃ

গ্রাহক কর্তৃক মিটার এ অবৈধ হস্তক্ষেপ করতঃ গ্যাস কারচুপি করা হইলে সেই ক্ষেত্রে
ইতোপূর্বে কোম্পানীর কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন/গ্যাস লাইন পুনঃসংযোগ/সরঞ্জাম

বর্ধিতকরণ/কমিশনের তারিখ হইতে গ্যাস কারচুপি সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময়
(সর্বোচ্চ ১ বছর) এবং উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হইতে গ্যাস লাইন বিচ্ছিন্নকরণ/মিটার
সীলকরণ/মিটার পরিবর্তন এর তারিখ পর্যন্ত সময়ে অতিরিক্ত বিল আদায়যোগ্য হইবে।
প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত ও সংযোজিত ঘন্টা প্রতি লোডের মধ্যে যাহা অধিক সেই লোড এবং
প্রযোজ্য চালনা ধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণক এর ভিত্তিতে মাসিক লোড হিসাব করিয়া সেই অনুসারে
অতিরিক্ত বিল এবং উক্ত অতিরিক্ত বিলের ৫০% জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

গ্রাহক কর্তৃক যে কোন গ্যাস বিতরণ লাইন হইতে অবৈধভাবে সংযোগ স্থাপন, মিটার
বাইপাস অথবা সার্ভিস লাইনের সহিত অভ্যন্তরীণ লাইনের সরাসরি সংযোগ স্থাপন,
বিচ্ছিন্নকৃত লাইন হইতে অবৈধভাবে সংযোগ গ্রহণ অথবা কমিশনকৃত সার্ভিস লাইন হইতে
অবৈধভাবে গ্যাস সংযোগ নেওয়া হইলে প্রযোজ্য ক্ষেত্র অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট গ্যাস লাইনের
নির্মাণ/কমিশনিং/পূর্বের সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ হইতে অবৈধ সংযোগ
বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত (সর্বোচ্চ ১ বৎসর) অতিরিক্ত বিল আদায়যোগ্য হইবে।
গ্রাহক/প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুমোদিত ঘন্টা প্রতি লোড ও সংযোজিত ঘন্টা প্রতি লোডের মধ্যে
যাহা অধিক হইবে সেই লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণক এর ভিত্তিতে মাসিক
লোড হিসাব করতঃ উহার ভিত্তিতে অতিরিক্ত গ্যাস বিল এবং উক্ত অতিরিক্ত বিলের ৫০%
জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

গ্রাহক কর্তৃক অবৈধভাবে বিতরণ লাইন/সার্ভিস লাইন/রাইজার পরিবর্তন এবং/বা স্থানান্তর
করা হইলে সেই ক্ষেত্রে গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণপূর্বক অপচয়কৃত গ্যাসের
মূল্যসহ অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ১ (এক) মাসের সমতুল্য গ্যাস বিল জরিমানা
হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

মিটার রিডিং গ্রহণ/পরিদর্শন কালে টার্নওভার ব্যতীত কোন গ্রাহকের মিটার রিডিং ইতোপূর্বে
সংগৃহীত মিটার রিডিং এর চেয়ে কম পাওয়া গেলে সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মতে উল্লিখিত
পদ্ধতিতে নির্ণীত মাসিক লোডের ভিত্তিতে সর্বশেষ পরিদর্শনের তারিখ হইতে কারচুপি
সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময় (সর্বোচ্চ ১ বছর) এবং উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ
হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/মিটার পরিবর্তন/মিটার সীলকরণ এর সময় পর্যন্ত গ্যাস বিল
সংশোধন করতঃ অতিরিক্ত বিল এবং এবং উক্ত অতিরিক্ত বিলের ৫০% জরিমানা হিসাবে
আদায়যোগ্য হইবে।

গ্রাহক কর্তৃক রেগুলেটরে/প্রেসার গেইজে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে অনুমোদিত চাপের চেয়ে বেশী
চাপে গ্যাস ব্যবহার করা হইলে পূর্বে চাপ সেটকরণ/রেগুলেটর সীলকরণ/সর্বশেষ পরিদর্শন
(সীল সঠিক পাওয়া গেলে) এর তারিখ হইতে কারচুপি সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময়
(সর্বোচ্চ ১ বছর) এবং উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/অনুমোদিত
চাপে পুনসেটকরণপূর্বক রেগুলেটর সীলকরণ/নিয়মিতকরণ এর সময় পর্যন্ত প্রাপ্ত সর্বোচ্চ
চাপের ভিত্তিতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বিল এবং ধার্যকৃত অতিরিক্ত বিলের ৫০%
জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

গ্রাহক কর্তৃক গ্যাস কারচুপির সহিত সম্পৃক্ত না হইয়া অননুমোদিত গ্যাস স্থাপনা/গ্যাস
বার্নার স্থাপন করা হইলে প্রতিষ্ঠানের সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোড এবং প্রযোজ্য চালনা ধাঁচ
ও বিচ্যুতি গুণক অনুযায়ী মাসিক লোড পুনর্নির্ধারণ করতঃ সর্বশেষ পরিদর্শন (অনিয়ম
পাওয়া না গেলে)/গ্যাস লাইন কমিশন হইতে অননুমোদিত গ্যাস স্থাপনা/বার্ণার
সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময়ের (সর্বোচ্চ ১ বছর) গ্যাস বিল পুনর্নির্ধারিত মাসিক
লোড অনুযায়ী সংশোধন করতঃ অতিরিক্ত বিল এবং উক্ত অতিরিক্ত বিলের ৫০% জরিমানা
হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

আরএমএস-এর সরঞ্জাম ক্ষতিগ্রস্ত/চুরির জন্য মূল্য আদায় ঃ

গ্রাহকের অবৈধ হস্তক্ষেপের কারণে বা অতিরিক্ত লোডে গ্যাস ব্যবহারের কারণে আরএমএস এর কোন সরঞ্জাম অকেজো হইয়া গেলে বা গ্রাহকের আঙ্গিনা হইতে আরএমএস এর কোন সরঞ্জাম চুরি হইলে বা মিটারের মূলসীল ভাঙ্গা হইলে সকল ক্ষেত্রে উক্ত সরঞ্জামের মূল্য এবং স্থাপিতব্য সরঞ্জামের মূল্য গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়পূর্বক প্রতিস্থাপন করা হইবে। স্থাপিতব্য আরএমএস এর ভাড়া এই নিয়মাবলীর অনুচ্ছেদ ৪.৪ অনুযায়ী যথারীতি আদায়যোগ্য হইবে।

৬.৪। ঠিকাদার সম্পৃক্ততা ঃ

গ্যাস কারচুপির সহিত কোন ঠিকাদারের জড়িত থাকা প্রমাণিত হইলে পেট্রোবাংলার আওতাধীন সকল কোম্পানী হইতে তাহার প্রতিষ্ঠানের ঠিকাদার তালিকাভুক্তি বাতিল করা হইবে এবং তাহা তাৎক্ষণিকভাবে অন্যান্য কোম্পানী সমূহকে জানাইয়া দেওয়া হইবে।

৭.০। সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও এতদ্বিষয়ক ফি ঃ

৭.১। অস্থায়ীভাবে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ঃ

৭.১.১। মিটারবিহীন গৃহস্থালী ঃ

জাতীয় দৈনিক পত্রিকা/রেডিও/টেলিভিশন/মাইকিং বা অন্যকোন মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া গ্যাস বিল পরিশোধের বিজ্ঞপ্তি প্রচারের পরও উক্ত সময়ের মধ্যে গ্রাহক কর্তৃক বকেয়া গ্যাস বিল পরিশোধে ব্যর্থ হইলে অস্থায়ীভাবে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হইবে। গ্রাহকের আবেদনক্রমে বকেয়া পাওনা পরিশোধ সাপেক্ষে (যদি থাকে) অস্থায়ীভাবে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা যাইবে।

৭.১.২। মিটারযুক্ত গৃহস্থালী ঃ

ক) বকেয়া বিল ও জামানত প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নের বর্ণনা মোতাবেক গ্রাহককে নোটিশ প্রদানপূর্বক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হইবে ঃ

১। বিল ইস্যুর তারিখ হইতে পরবর্তী ৪৫ দিনের মধ্যে গ্যাস বিল পরিশোধ ও অন্যান্য পাওনা পরিশোধ না করিলে ১৫ দিনের নোটিশ প্রদানপূর্বক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হইবে।

২। কোম্পানীর চাহিদাপত্র অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাকি জামানত বা অতিরিক্ত জামানত প্রদানে গ্রাহক ব্যর্থ হইলে ৩০ দিনের নোটিশ প্রদানে লাইন বিচ্ছিন্ন করা হইবে।

খ) নিম্নলিখিত যে কোন কারণে গ্যাস বিপণন কোম্পানী গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ বিনা নোটিশে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে ঃ

১। মিটারে যে কোন ধরনের হস্তক্ষেপ উদ্ঘাটিত হইলে /পাওয়া গেলে (মিটার ইনডেক্স ভগ্ন; মিটার সীল ভগ্ন বা নকল, মিটার রেজিষ্টারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, রোটর/ফ্যান ভগ্ন, ডায়াফ্রাম ছিদ্র, মিটার উল্টোভাবে স্থাপন করা, মিটারের মেকানিজমে হস্তক্ষেপ করা ইত্যাদি) অথবা মিটারের ক্ষমতার চেয়ে অতিরিক্ত লোডে গ্যাস ব্যবহার করতঃ মিটার নষ্ট হইলে ।

২। যে কোন গ্যাস বিতরণ লাইন হইতে অবৈধভাবে সংযোগ স্থাপন (মিটার বাইপাস অথবা সার্ভিস লাইনের সহিত অভ্যন্তরীণ লাইনের সরাসরি সংযোগ স্থাপন/কমিশনকৃত সার্ভিস লাইন হইতে সংযোগ স্থাপন/বিচ্ছিন্নকৃত লাইন হইতে

অবৈধভাবে গ্যাস সংযোগ ইত্যাদি) করা হইলে ।

৩। গ্যাস কারচুপি না করিয়া অবৈধভাবে বিতরণ লাইন/সার্ভিস লাইন/রাইজার পরিবর্তন/ স্থানান্তর করা হইলে।

৪। মিটারে অবৈধ হস্তক্ষেপের কারণে মিটার রিডিং গ্রহণ/পরিদর্শনকালে গ্রাহকের মিটার রিডিং ইতোপূর্বে সংগৃহীত মিটার রিডিং-এর চাইতে কম (টার্নওভার ব্যতীত) পাওয়া গেলে।

৫। রেগুলেটরে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে উহার কার্যকারিতা নষ্ট বা বহির্গমন চাপ বৃদ্ধি/ পুনঃসেট করা হইলে ।

৬। অননুমোদিতভাবে গ্যাস বার্ণার/সরঞ্জাম স্থাপন এবং/বা স্থানান্তর করা হইলে ।

৭। চুক্তিতে বর্ণিত উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহার করা হইলে বা কোম্পানীর লিখিত অনুমতি ছাড়া অন্য কোন পক্ষকে গ্যাস সরবরাহ করা হইলে।

৮। আরএমএস কক্ষের চাবী সরবরাহ না করিয়া পরিদর্শনে অনভিপ্রেত বিঘ্ন সৃষ্টি করা হইলে অথবা চুক্তি পত্রের ৮ কোন ধারা ভংগ করা হইলে অথবা অনুমোদিত নক্সায় বা চুক্তিপত্রের সংশ্লিষ্ট ধারায় বর্ণিত গ্যাস ব্যবহারের চালনা ধাচের চেয়ে বেশী সময় গ্যাস ব্যবহার করা হইলে।

৯। গ্রাহকের আংগিনায় স্থাপিত গ্যাস মিটার ভাংগা /নষ্ট অবস্থায় পাওয়া গেলে এবং এই ব্যাপারে কোম্পানীর নিকট গ্রহণযোগ্য কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা/বক্তব্য প্রদানে গ্রাহক ব্যর্থ হইলে ।

১০। অত্যাবশ্যকীয় সরকারী প্রতিষ্ঠান যথা সার কারখানা, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ইত্যাদিতে প্রয়োজনীয় গ্যাসের চাহিদা পূরনের পর গ্রাহককে গ্যাস সরবরাহ করিতে কোম্পানী অক্ষম হইলে।

৭.২। স্থায়ীভাবে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করণঃ

৭.২.১। মিটারবিহীন গৃহস্থালী ঃ

১। গ্রাহক কর্তৃক অবৈধভাবে স্বতন্ত্র সার্ভিস লাইন নির্মাণপূর্বক অথবা বিচ্ছিন্নকৃত রাইজারের মাধ্যমে অবৈধ সংযোগ স্থাপনপূর্বক অথবা অন্য কোন উপায়ে রেগুলেটর বাইপাস করিয়া গ্যাস কারচুপি করা হইলে স্থায়ী ভাবে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হইবে।

২। অস্থায়ীভাবে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নের পরবর্তী ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে পুনঃসংযোগ গ্রহণ করা না হইলে।

৭.২.২। মিটারযুক্ত গৃহস্থালীঃ

১। গ্রাহক কর্তৃক অবৈধভাবে স্বতন্ত্র সার্ভিস লাইন নির্মাণপূর্বক অথবা বিচ্ছিন্নকৃত রাইজারের মাধ্যমে অবৈধ সংযোগ স্থাপনপূর্বক অথবা অন্য কোন উপায়ে মিটার বাইপাস করিয়া গ্যাস কারচুপি করা হইলে।

২। গ্রাহক কর্তৃক তিনবার আরএমএস-এ অবৈধ হস্তক্ষেপ করা হইলে ।

৩। অস্থায়ীভাবে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নের পরবর্তী ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে পুনঃসংযোগ গ্রহণ করা না হইলে।

৭.৩। সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ফি ঃ

গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ উল্লেখ করিয়া অন্ততঃ ১৫ দিন পূর্বে গ্রাহক কর্তৃক বকেয়া গ্যাস বিল পরিশোধ করতঃ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অস্থায়ীভাবে সংযোগ বিচ্ছিন্ন, খেলাপী ও অবৈধ কার্যকলাপের জন্য বিচ্ছিন্ন এবং স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নকরণের বেলায় গ্রাহক অবস্থা অনুযায়ী নিম্নে বর্ণিত হারে বিচ্ছিন্নকরণ ফি আদায় করা হইবেঃ

বিচ্ছিন্নের ধরন অনুযায়ী ফি (টাকা)		
বিল পরিশোধ থাকিলে গ্রাহকের আবেদনক্রমে অস্থায়ী বিচ্ছিন্ন	খেলাপী বা অবৈধ কার্যকলাপ হেতু বিচ্ছিন্নকরণ	স্থায়ী বিচ্ছিন্ন
প্রযোজ্য নয়	৩০০/- (তিনশত টাকা)	প্রকৃত ব্যয়

৭.৪। পুনঃসংযোগ ফি ঃ

গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ফি এর অতিরিক্ত হিসাবে গ্যাস লাইন পুনঃ সংযোগ ফি বাবদ ৩০০/- (তিনশত টাকা) পরিশোধ করিতে হইবে। স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নকৃত গ্রাহকদের পুনঃসংযোগের সময় বিচ্ছিন্নকরণের প্রকৃত ব্যয়সহ নতুন সংযোগ ফি জমা প্রদান করিতে হইবে। তবে উভয় ক্ষেত্রে কোম্পানীর বিধি মোতাবেক পুনঃসংযোগ গ্রহণের পূর্বে বকেয়া গ্যাস বিলসহ অন্যান্য পাওনা (যদি থাকে) পরিশোধ করিতে হইবে।

৮.০। বিবিধ ঃ

৮.১। রাইজার/আরএমএস স্থানান্তর ফি ঃ

কোন গ্রাহকের রাইজার/আরএমএস স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে উক্ত কাজের জন্য বিতরণ/সার্ভিস লাইনের প্রয়োজনীয় মালামালের প্রকৃত মূল্যের ১০% ওভারহেড খরচসহ মূল্য ও স্থাপনের প্রকৃত ব্যয় গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধ করিতে হইবে ।

৮.২। মালিকানা/নাম পরিবর্তন ফি ঃ

গ্যাস সংযোগকৃত কোন গ্রাহকের মালিকানা/নাম পরিবর্তন করিতে হইলে নতুন মালিকের স্বপক্ষে সত্যায়িত করা দলিল/হোল্ডিং নম্বর/পরচা/খাজনার রশীদ (যে কোন একটি) জমা প্রদান পূর্বক ৩০০/- টাকা ফি পরিশোধ করিতে হইবে। পূর্বের মালিক/মালিকগণের উক্ত সংযোগের বিপরীতে কোন বকেয়া থাকিলে মালিকানা/নাম পরিবর্তনের সময় তা পরিশোধ করিতে হইবে।

৮.৩। গ্যাস লোড হ্রাস/বৃদ্ধি/পুনর্বিন্যাস ফি ঃ

৮.৩.১। মিটারবিহীন গ্রাহকঃ

মাসিক গ্যাস লোড হ্রাস/বৃদ্ধি করিয়া অথবা লোড অপরিবর্তিত রাখিয়া গ্যাস সরঞ্জাম/বার্নার পুনর্বিন্যাস করা হইলে গ্রাহককে চুলা প্রতি ১০০/-(একশত) টাকা হারে ফি পরিশোধ করিতে হইবে।

৮.৩.২। মিটারযুক্ত গ্রাহক ঃ

কোন গ্রাহকের মাসিক গ্যাস লোড হ্রাস/বৃদ্ধি অথবা লোড অপরিবর্তিত রাখিয়া গ্যাস স্থাপনা/বার্নার পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে আরএমএস পরিবর্তনের প্রয়োজন না হইলে গ্রাহককে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করিতে হইবে না। উপরোক্ত কোন কাজের জন্য আরএমএস পরিবর্তনের প্রয়োজন হইলে গ্রাহককে ১,০০০/-(এক হাজার) টাকা ফি পরিশোধ করিতে হইবে।

৮.৪। মিটারের সঠিকতা পরীক্ষণ ঃ

গ্রাহকের আঙ্গিনা হইতে মিটার অপসারণ করিবার ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে মিটারের সঠিকতা (Accuracy) ও সীল পরীক্ষা করা হইবে। অপসারিত মিটারের সঠিকতা পরীক্ষার তারিখ ও সময় অবহিত করে কমপক্ষে ৩(তিন) কার্যদিবস পূর্বে কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট বিভাগ/শাখা কর্তৃক গ্রাহক কিংবা গ্রাহকের মনোনীত প্রতিনিধিকে পরীক্ষাগারে উপস্থিত থাকিবার জন্য রেজিষ্টার ডাকযোগে অনুরোধ করা হইবে। গ্রাহক/গ্রাহক প্রতিনিধি উক্ত দিনে অনুপস্থিত থাকিলে পুনরায় কমপক্ষে ৩(তিন) কার্যদিবস পূর্বে রেজিষ্টার ডাকযোগে অনুরোধ করা হইবে। তারপরও গ্রাহক/গ্রাহক প্রতিনিধি অনুপস্থিত থাকিলে কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট বিভাগ/শাখা কতৃক একতরফাভাবে মিটার পরীক্ষাকরতঃ ফলাফল ১০(দশ) কার্যদিবসের মধ্যে গ্রাহককে অবহিত করা হইবে। মিটার পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে গ্রাহকের নিকট কোন পাওনা থাকিলে তাহা গ্রাহককে পরবর্তী ৩০(ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে অবহিত করা হইবে।

গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ব্যতিরেকে অন্য কোন কারণে (লোড হ্রাস/বৃদ্ধি, মিটারের সঠিকতা পরীক্ষা, মিটার বিকল ইত্যাদি) মিটার অপসারণ করিতে হইলে উপযুক্ত ক্ষমতা সম্পন্ন মিটার দ্বারা প্রতিস্থাপন করিতে হইবে যেন গ্রাহকের গ্যাস ব্যবহার ব্যাহত না হয়।

৮.৫। প্রাকৃতিক কারণে মিটার ধীর/দ্রুত গতির জন্য বিল সংশোধন ঃ

মিটারের সঠিকতা পরীক্ষা করিয়া যদি প্রাকৃতিক কারণে (হস্তক্ষেপ ব্যতীত) উহা ২% এর অধিক ধীর/দ্রুত গতি সম্পন্ন পাওয়া যায় তবে মিটার অপসারণকালীন সময়ে/সর্বশেষ মিটার রিডিং এবং তৎপূর্ববর্তী মিটার রিডিং গ্রহণের মধ্যবর্তী সময়ের অর্ধেক সময় সর্বোচ্চ ১(এক) মাস এর গ্যাস বিল প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধনকরতঃ অতিরিক্ত গ্যাস বিল আদায়যোগ্য হইবে।

৯.০। বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ ঃ

১। গ্যাস সংযোগ সম্পর্কিত বিরোধসমূহ এই নিয়মাবলীর আলোকে নিষ্পত্তি করা হইবে।

২। কোন বিরোধ এই নিয়মাবলীর আলোকে নিষ্পত্তি না হইলে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত/মনোনীত একজন স্থায়ী চেয়ারম্যান এর নেতৃত্বে পেট্রোবাংলা, এফবিসিসিআই, গ্রাহক সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশন/চেম্বার এবং সংশ্লিষ্ট গ্যাস বিপণন কোম্পানীর ১ জন যোগ্য প্রতিনিধির সমন্বয়ে ৫(পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি গঠন করা হইবে।

৩। পেট্রোবাংলার প্রতিনিধি সদস্য-সচিব হিসাবে কাজ করিবেন। পেট্রোবাংলা সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

৪। বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ বাবদ খরচ সংশ্লিষ্ট গ্যাস বিপণন কোম্পানী বহন করিবে।

৫। এই কমিটিকে প্রয়োজনে সুদ/সারচার্জ, জরিমানা, অতিরিক্ত বিল, মিটার এর মূল্য মওকুফের ক্ষমতা দেওয়া হইবে।

১০.০। আরবিট্রেশনঃ

উপরোক্ত অনুচ্ছেদের আলোকে বিরোধ নিষ্পত্তি না হইলে কোম্পানী অথবা গ্রাহক আরবিট্রেশনে যাইবে। এই মর্মে নিম্ন বর্ণিত উপায়ে একটি স্থায়ী আরবিট্রেশন কাউন্সিল গঠন করা হইবে।

১। অনুচ্ছেদ ৯.২ ধারা অনুযায়ী আরবিট্রেশন কাউন্সিল এর চেয়ারম্যান এবং সদস্য নির্বাচন করা হইবে।

২। চেয়ারম্যান এবং দুইজন সদস্য উপস্থিত থাকিলেই কোরাম গঠিত হইবে।

৩। দরখাস্তের সাথে আরবিট্রেশন ফি হিসাবে ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) টাকা জমা প্রদান করিতে হইবে।

৪। এই কাউন্সিল গঠিত হইলে ন্যূনপক্ষে ৩ বছর বহাল থাকিবে।